তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ...

সরকারি বই কেনা প্রকল্পে দরপত্র নিয়ে জালিয়াতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ সরকারি বই কেনা প্রকল্পে বইয়ের তালিকা প্রণয়নে ঘাপলা ও দলীয়করণই শুধু নয়, প্রাইমারি এডুকেশন ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের দরপত্র বাছাই নিয়েও চলছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রজেক্ট কর্মকর্তাদের জালিয়াতি ও দুর্নীতি। ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জাহানারা বেগম বরাবর অভিযোগ দায়ের করলে কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপদেষ্টা জাহানারা বেগম এ অভিযোগের ব্যাপারে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দিলেও অধিদপ্তর ও প্রজেক্টের অসাধু কর্মকর্তারা তদন্ত না করেই দরপত্রের ব্যাপারে কার্যাদেশ দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের জন্য প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে প্রায় ৯ কোটি টাকার ২৩৬ শিরোনামের বই কেনার জন্য ইতোপূর্বে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জমাদানকারীদের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হচ্ছে মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্স, মেসার্স সৌরভ বুক সেন্টার এবং বিএইচএল এন্টারপ্রাইজ নামে ৩টি প্রতিষ্ঠান। দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি এবং বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতারই কার্যাদেশ পাওয়ার কথা; কিন্তু অধিদপ্তর ও প্রজেক্টের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় অসাধু কর্মকর্তা সর্বনিম্ন দরদাতাকে কৌশলে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ দেয়ার জন্য সুপারিশ পাঠায়। পরবর্তীতে উপরোক্ত সর্বনিম্ন দরদাতা ৩টি প্রতিষ্ঠান ১৪ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা বরাবর এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে বলা হয়, প্রজেক্টের অসাধু কর্মকর্তারা কৌশলে এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফাইল থেকে সরিয়ে ফেলেছে এবং তাদের জানিয়ে দিয়েছে, তাদের

জালিয়াতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

জালিয়াতি ঃ দরপত্র নিয়ে

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই বিধায় তাদের কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে না। ওই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অভিযোগপত্রের সঙ্গে ইতোপূর্বে দরপত্রের সিডিউলের সঙ্গে জমা দেয়া (প্রজেক্টের পক্ষে গ্রহীতার সই ও নোটারি পাবলিকের সত্যায়িতসহ) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা দিয়েছে। ফলে প্রজেক্ট কর্মকর্তাদের ফাইল থেকে কাগজপত্র চুরির বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যায়। জানা গেছে, উপদেষ্টা জাহানারা বেগম দ্রুত ৩টি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সচিবসহ অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ১৫ই জুলাই; কিন্তু এখন পর্যন্ত অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে না বলে অধিদপ্তরের একাধিক সূত্র জানায়। সূত্রগুলো জানায়, উপরন্তু এ অসাধু কর্মকর্তারা চেষ্টা করছে দ্রুত তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যাদেশ দেয়ার জন্য। দেড় সপ্তাহেও তারা উপদেষ্টার নির্দেশমতো অভিযোগ তদন্তের কাজ শুরু করেনি। সূত্র জানায়, এসব কর্মকর্তা অপ্রয়োজনীয় ও নিম্নমানের বই যেনতেন প্রকারে কিনে বড় অঙ্কের টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করছে। গতকাল অধিদপ্তরে খোঁজ নিলে এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখছি হচ্ছে। উল্লেখ্য, এডিবির অর্থ সহায়তায় এ বই কেনা প্রকল্পের কাজ চলছে।